তারিখ 14 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সমকাল

জাবি ছাত্রলীগের সেই বিতর্কিতরা ছাত্রদলে সক্রিয়

■ আরিফুল নেহাল, *জাবি*

ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি শুরু। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ক্যাম্পাসে দাপিয়ে বেড়াতেন তারা। ছাত্রদলকর্মীদের মারধর, ছাত্রলীগের ব্যানারে হামলা-ভাংচুর, ছিনতাই-চুরি, চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্মের নেতৃত্বে ছিলেন। সেই বিতর্কিত ছাত্রলীগ কর্মীরা এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শাখা ছাত্রদলে সক্রিয়। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটিতেও পদ পেয়েছেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর জাবি শাখা ছাত্রদলের কমিটি গঠনের গুঞ্জনে অনুপ্রবেশকারী ও বিতর্কিত নেতাকর্মীরা এখন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। সম্প্রতি বিএনপির বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে নিজেদের অবস্থানও জানান দিচ্ছেন তারা। এমন বিতর্কিত নেতাকর্মীদের নিয়ে বিব্রত বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের (বিএনপিপন্থি) নেতারা। তারা মনে করেন, অনুপ্রবেশকারী ও অধিকতর বিতর্কিত নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে যারা দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে হামলা-মামলায় জর্জরিত, তাদের পদ দেওয়া উচিত।

পদ পেতে দৌড়ঝাঁপ

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, জাবি ছাত্রদলের বর্তমান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানাসহ ১০-১৫ জন অনুপ্রবেশকারী ছাত্রলীগ কর্মী সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে দৌড়ঝাঁপ করছেন। তাদের অন্যতম সোহেল রানা। শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নির্ঝর আলমের হাত ধরে রাজনীতি শুরু করেন তিনি। পরে ২০১০ সালের ৫ জুলাই জাবি ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের ভয়াবহ সংঘর্ষে সম্পাদক গ্রুপের অনুসারী সোহেল হামলায় অংশ নেন। ওই ঘটনায় ছাত্রলীগ সভাপতি গ্রুপের পক্ষ থেকে সোহেলসহ সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের ১২ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়। ওই মামলায় ছাত্রলীগ কর্মী সোহেল সাত নম্বর আসামি হাওয়া সত্ত্বেও ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর এলাকায় বাড়ি হওয়ার সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের কমিটিতে যুগ্ম সম্পাদক পদ পান। সেই ১২ জনের মধ্যে ৬ জন শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে রয়েছেন। প্রকৃত ছাত্রদল নেতাকর্মীরা জাবি ক্যাম্পাসে না আসতে পারলেও ছাত্রলীগের সঙ্গে আঁতাত করে সোহেল ক্যাম্পাসে মাঝে মধ্যে বিক্ষোভ মিছিল করেন। তবে এসব অভিযোগ শুরু থেকেই অস্বীকার করে আসছেন সোহেল। এ বিষয়ে জানতে গতকাল বুধবার তাকে একাধিকবার ফোন করলেও পাওয়া যায়নি। পরে সোহেল গ্রুপের একাধিক কর্মীর সঙ্গে কথা বললেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আরেক কর্মী মুরাদ হোসেন হীরা প্রথম বর্ষে ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১